ইউ. আভেরেঙ্কভ

ওর কি সূর্য আছে?

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

ছবি এঁকেছেন ভালেন্তিন আন্দ্রিয়েভিচ

ইউ. আভেরেঙ্কভ
তোর কি মনে আছে?
প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

— য়াক, শেষ পর্যন্ত ফুটে বেরুলাম তাহলে, — চিঁচিঁ করে বললে মোরগ ছানা, মাথা বার করলে ডিমের খোলা থেকে, — উহ্, এত আলো কেন? — এদিকে চাইলে, ওদিকে চাইলে, তারপর ওপরে, সঙ্গে সঙ্গেই চোখ বুজলে আলোর ঝলকে, — ও, এবার বুঝেছি! তোর জন্যেই এত আলো। আমার মতোই তুই হলদে, কেবল আমি নিচে, তুই ওপরে। তার মানে তুই আমার আগেই ডিম ফুটে বেরিয়েছিস। তাই না? তাই ওপরে উঠে গেছিস, — চিঁচিঁ করলে ছানা।

সূর্য কোনো জবাব দিলে না, কেবল হাসল একটু, তাতে আরো আলো হয়ে উঠল চারিদিক।

খোলা থেকে বেরিয়ে এল ছানা, সর্ সর্ ঠ্যাঙে লাফাতে লাফাতে ছুটল গরম ঘাসের ওপর দিয়ে।

হঠাৎ দেখে বাদামী রঙের বাসা, মাঝখানে তার গোল একটা অন্ধকার ফুটো। কে যেন ফোঁস ফোঁস করছে ভেতরে। ঠোঁট দিয়ে ঠোকর মেরে ছানা বললে:

— এই, কে ওখানে?

কেউ জবাব দিলে না।

— এই! — আরেকবার ডাকলে মোরগ ছানা।

বাসার ভেতর থেকে শোনা গেল বদরাগী গরগর, বেরিয়ে এল ঝাঁকড়া-চুলো একটা মাথা।

— কে তুই! — জিগ্যেস করলে ছানা।

ঘুম-ঘুম চোখে মাথাটা তাকিয়ে দেখল ওকে, বললে:

— আমি এই গুমটির মালিক। এটা আমার গুমটি।

ছানা চোখ পিটপিট করল।

— মালিক? গুমটির?

— হ্যাঁ! — হাই তুললে কুকুর বাচ্চা।

গুমটির দিকে চাইলে মোরগ ছানা, তার মালিকের দিকে, বললে:

— আয়-না, তোর সঙ্গে খেলি।

— কিছু আছে তোর কাছে? — বললে কুকুর বাচ্চা।

— না তো, নেই, — ঘাবড়ে গেল মোরগ ছানা।

— ও নেই! কিছুই যখন নেই তখন তোর সঙ্গে জমবে না।

— জমবে না? কেন জমবে না? দ্যাখ কেমন লাফাতে পারি! — বলে কয়েক বার লাফ দিলে ছানাটা।
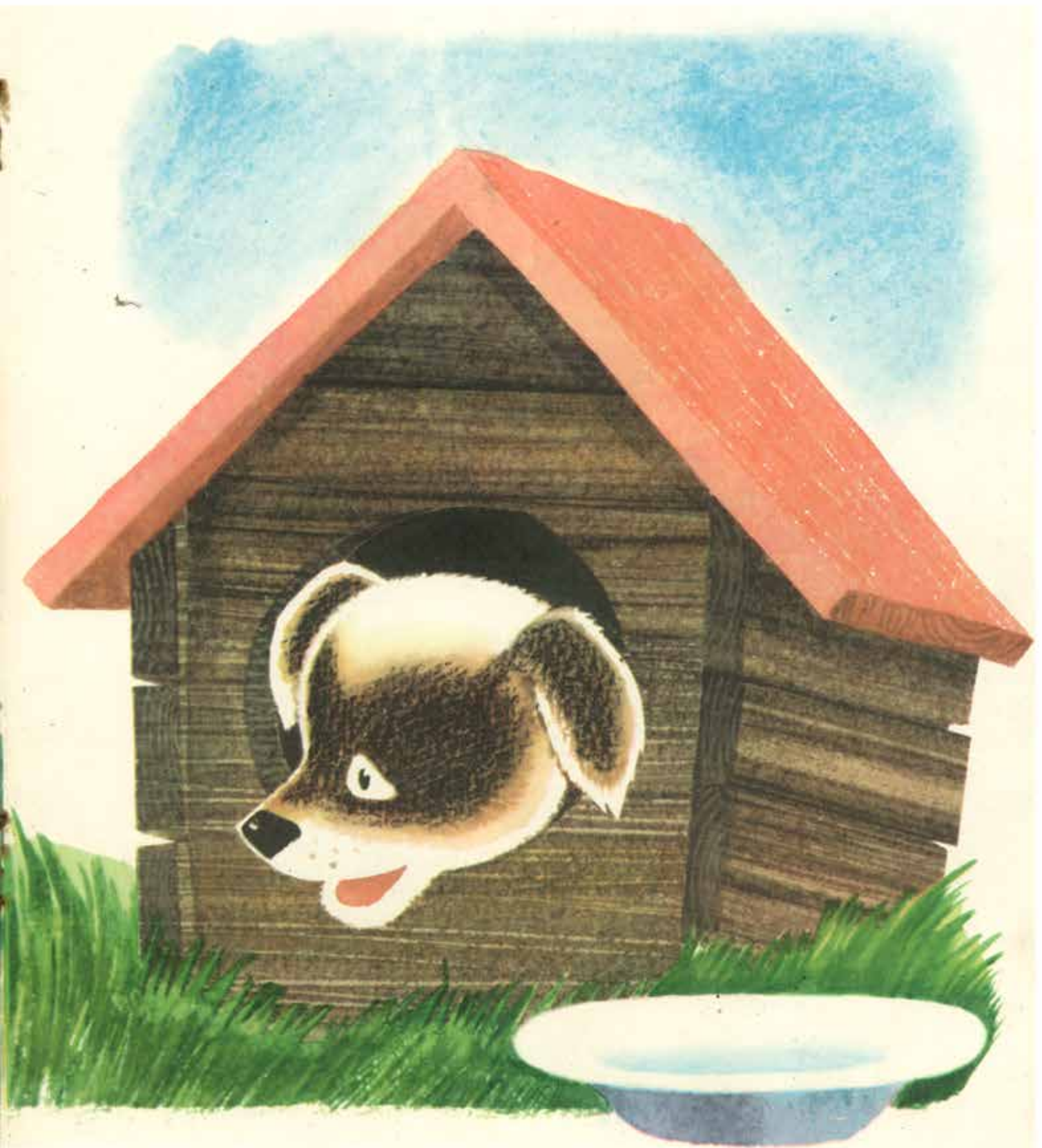
কিন্তু বাচ্চা কুকুর আরেকবার হাই তুলে অদৃশ্য হল গুমটির ভেতর।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল মোরগ ছানার। বললে:

— এই দ্যাখ, কী আছে আমার! — বলে দেখাল তার ডিমের খোলাটা।

অবজ্ঞায় একটা ফ্যাঁচ শব্দ করে গুমটি থেকে বেরিয়ে এল বাচ্চা কুকুর।

— ভারি দেখাতে এসেছে! আমি তোর খোলাটাকে এক পায়ে — এই দেব আর গুঁড়িয়ে যাবে। দেখলি তো! — মুড়মুড়িয়ে গুঁড়িয়ে গেল খোলাটা।

ভারি অভিমান হল মোরগ ছানার।

— আমার আরো আছে... আমার আছে...

চারপাশে তার কত জিনিস: জ্বলজ্বলে ঘাস, রঙচঙে প্রজাপতি, ঝকমকে জল, তাতে ঝলকে উঠে চোখ টিপছে রোদের ছটা।
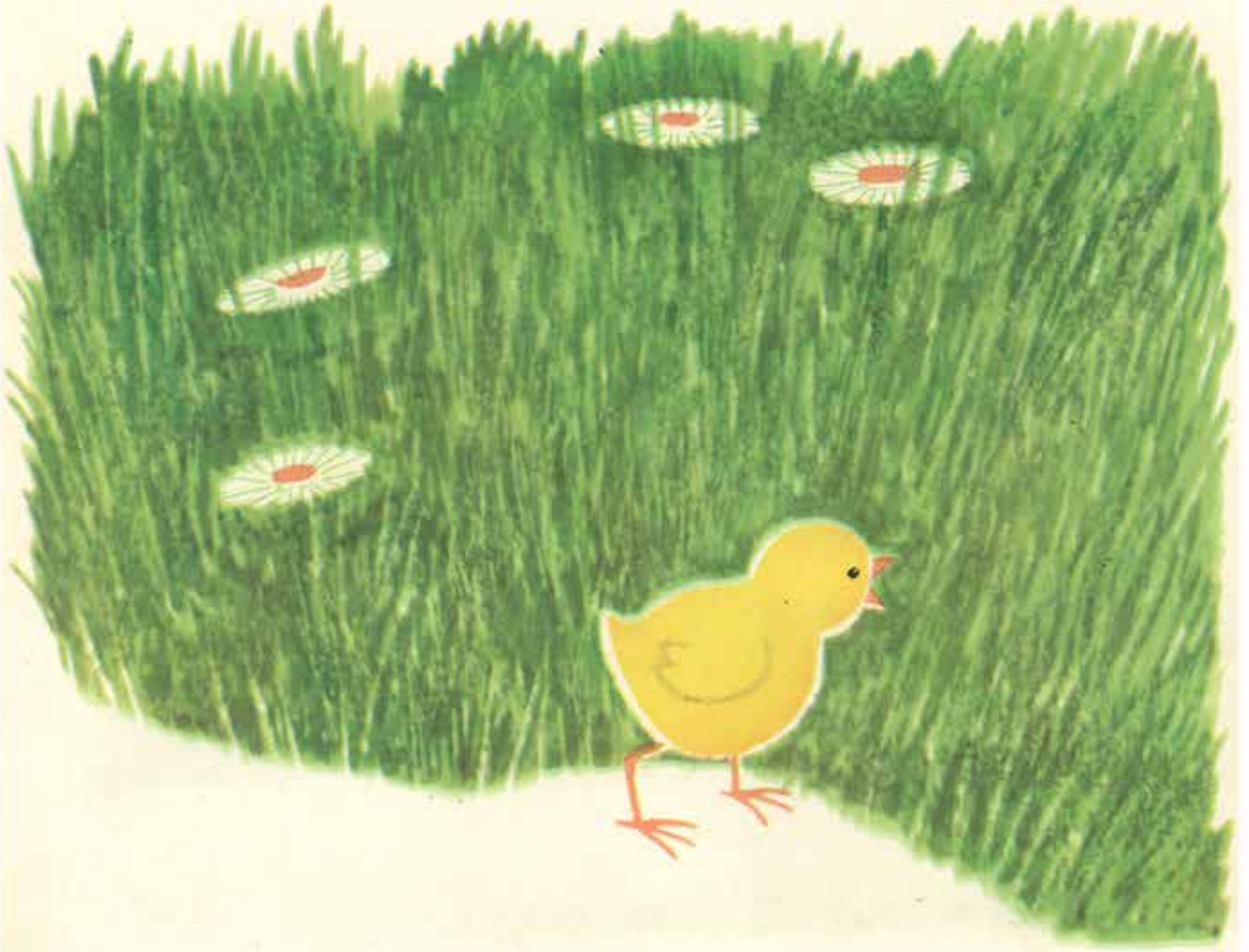
— এই দ্যাখ, আমার আরো কী আছে! — বলে সে দেখাল সূর্যের দিকে।
হেসে উঠল বাচ্চা কুকুর।
— হা-হা-হা! সূর্য! ও কারো নয়!
— কারো নয়?
— কারোই নয়।
— আর গন্ধটি কার?
— আমার!
— তোর?
— নিশ্চয়!
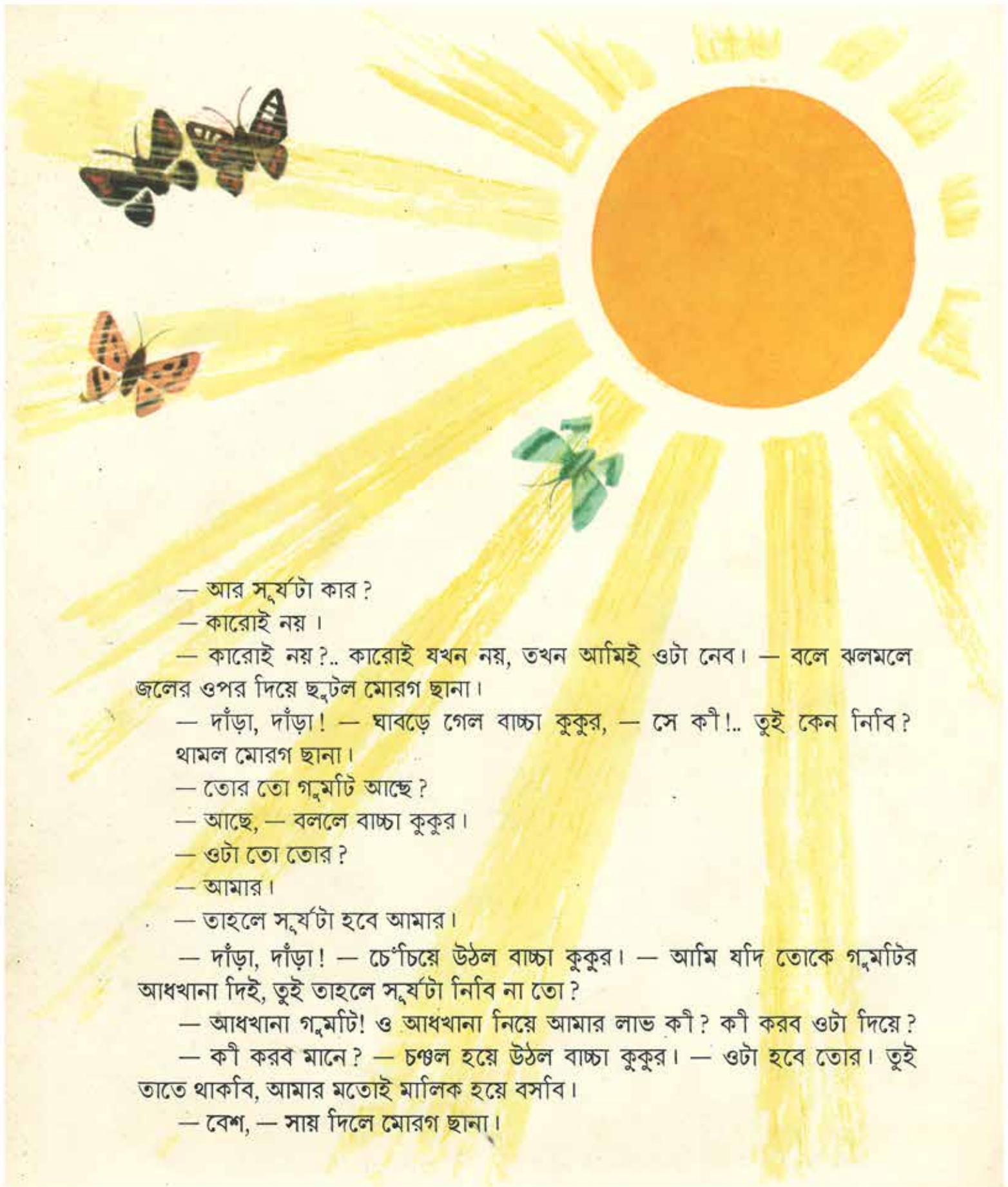
— আর সূর্যটা কার?

— কারোই নয়।

— কারোই নয়?.. কারোই যখন নয়, তখন আমিই ওটা নেব। — বলে ঝলমলে জলের ওপর দিয়ে ছুটল মোরগ ছানা।

— দাঁড়া, দাঁড়া! — ঘাবড়ে গেল বাচ্চা কুকুর, — সে কী!.. তুই কেন নিবি? থামল মোরগ ছানা।

— তোর তো গুমটি আছে?

— আছে, — বললে বাচ্চা কুকুর।

— ওটা তো তোর?

— আমার।

— তাহলে সূর্যটা হবে আমার।

— দাঁড়া, দাঁড়া! — চেঁচিয়ে উঠল বাচ্চা কুকুর। — আমি যদি তোকে গুমটির আধখানা দিই, তুই তাহলে সূর্যটা নিবি না তো?

— আধখানা গুমটি! ও আধখানা নিয়ে আমার লাভ কী? কী করব ওটা দিয়ে?

— কী করব মানে? — চঞ্চল হয়ে উঠল বাচ্চা কুকুর। — ওটা হবে তোর। তুই তাতে থাকবি, আমার মতোই মালিক হয়ে বসবি।

— বেশ, — সায় দিলে মোরগ ছানা।

আনন্দে লেজ নাড়লে বাচ্চা কুকুর, গুমটি থেকে টেনে আনলে একটা আনকোরা করাত। ফুর্তিতে ঘসঘস করে করাত গন্ধ-ভরা গুঁড়ি ছিটাতে লাগল চারিদিকে। হঠাৎ জীবন্তের মতো নড়েচড়ে উঠল গুমটি। নড়েচড়ে লাফিয়ে উঠে দুখানা হয়ে গেল, মাঝখানে কুকুর বাচ্চা, সর্বাঙ্গে কাঠের গুঁড়ো, নিজের কীর্তিতে মুখ ভরে উঠেছে হাসিতে। এমনকি তার বেরিয়ে পড়া জিবটাতেও এক রাশ গুঁড়ো।

ছুটে এল মোরগ ছানা, ফুঁ দিলে তার জিবে। সঙ্গে সঙ্গেই চুলবুলিয়ে উঠল দুজনের নাক, হ্যাঁচ্চো করে হাঁচলে।

— বাস্, — বললে বাচ্চা কুকুর। — এবার যাওয়া যাক যে যার বাসায়।

তাই হল। তারপর সামনের পায়ের ওপর মাথা রেখে বাচ্চা কুকুর বললে:

— সত্যি, মাথা খাটিয়ে বেশ বার করেছি, তাই না?

— সত্যি, — বলে কোণের দিকে ঘেঁষে এল মোরগ ছানা, কেননা শীত করছিল তার, কিছুতেই গা গরম হচ্ছিল না।

মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা। সব হয়ে উঠল ম্যাড়মেড়ে, অসুন্দর। ঠাণ্ডা বাতাস বইল, বৃষ্টি পড়ল ফোঁটা ফোঁটা।

— এই মোরগ ছানা! — নিজের আধখানা বাসা থেকে ডাকল বাচ্চা কুকুর।

— কী? — চিঁচিঁ করলে মোরগ ছানা, প্রায় শোনাই যায় না।

— আয় দুজনে দুজনার বাড়ি বেড়াতে যাই।

— কে কার কাছে যাবে প্রথম?

— তুই আয় আমার কাছে।

— বেশ।

বাসা থেকে লাফিয়ে নেমে বাচ্চা কুকুরের কাছে ছুটে গেল মোরগ ছানা। কিন্তু কুকুরের বাসাটাতেও তারই মতো ঠান্ডা আর অসুবিধা। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দুজনে চুপচাপ তাকিয়ে রইল পথে জমা কালচে জলের দিকে। ঠান্ডায় বাচ্চা কুকুরের যখন হিক্কা উঠতে লাগল মোরগ ছানা বললে:

— শোন, একটা কথা ভাবছি!

— কী? — হিক্কা তুললে বাচ্চা কুকুর।

— আয় তোর আধখানা গুমটির সঙ্গে আমার আধখানা জুড়ে নিই। তাহলে গোটা হয়ে যাবে। তাতে থাকব আমরা দুজনেই — তুই বাচ্চা কুকুর, আমি — মোরগ ছানা!

খুব করে হাসল দুজন, কেননা ভারি খুশি লাগল তাদের।
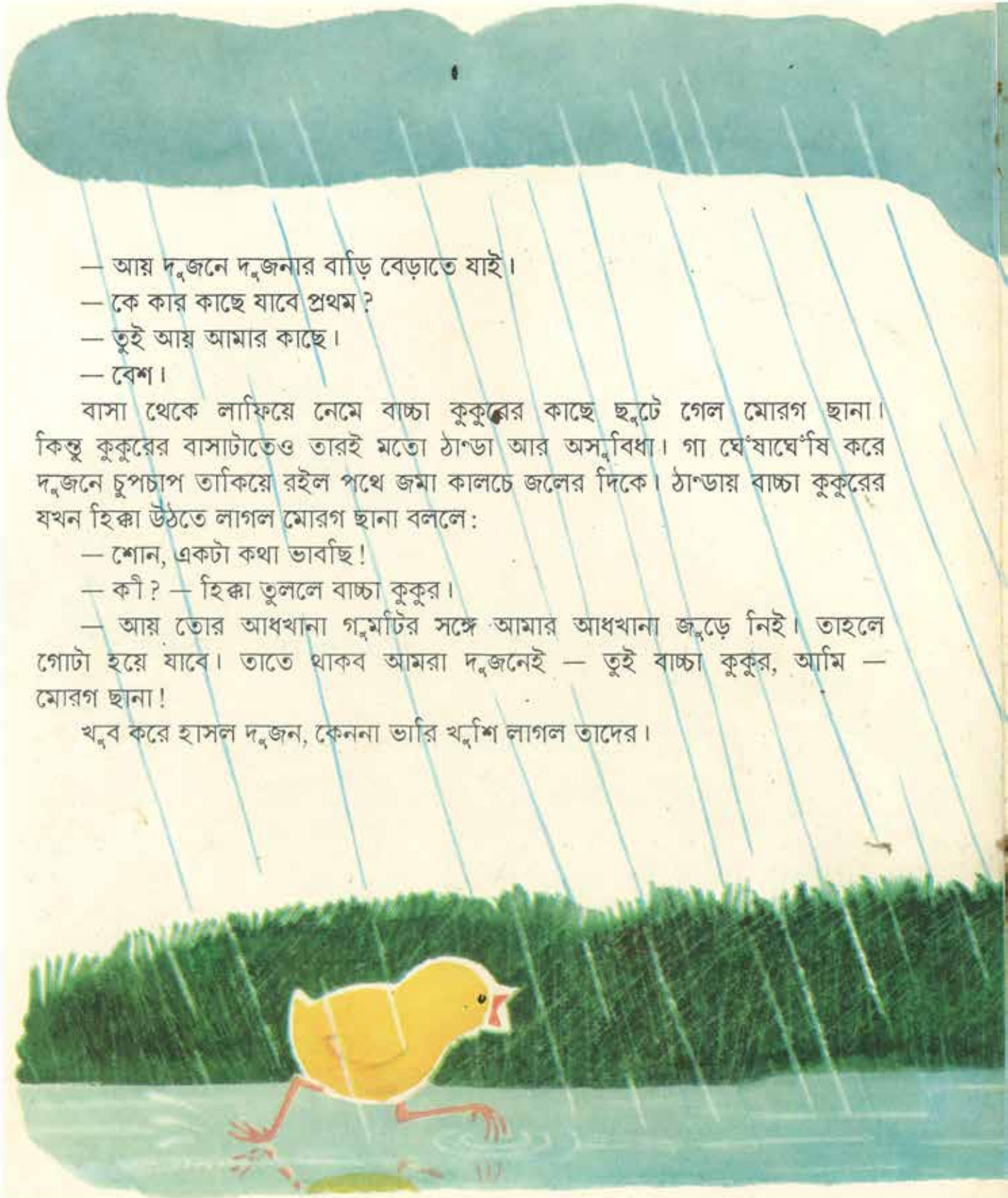
গা ঝাড়া দিয়ে বৃষ্টি সরিয়ে মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সূর্য। চেয়ে দেখল খয়েরি রঙের বাসাটার দিকে। এখন সেখান থেকে তাকিয়ে আছে দু'জোড়া জ্বলজ্বলে চোখ। নিচুতে নেমে এল সূর্য বাসাটার কাছে, বন্ধুদের উদ্দেশে হলুদ রঙের প্রকাণ্ড মাথাটা নেড়ে লুকিয়ে গেল বনের আড়ালে।

— আরে! ওই দ্যাখ, সূর্য চলে গেল! — কালচে বনটার দিকে তাকিয়ে মন-মরার মতো বললে মোরগ ছানা।

— একেবারে যায় নি, — সান্ত্বনা দিলে বাচ্চা কুকুর। — রোজ আসবে আমাদের কাছে। ও যে এখন আমাদের, দুজনেরই!

Ю. АВЕРЕНКОВ

У ТЕБЯ ЕСТЬ СОЛНЦЕ?

На языке *бенгали*